গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

জুলাই ২০২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৪ আগস্ট ২০২২
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নম্বর-৮২১)
উপস্থিত : পরিশিষ্ট - ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা
১২ জুন'২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।</td><td>বিগত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।</td><td>উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td>২.</td><td colspan="2">অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:
জুন'২২ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">দপ্তর/সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">জুন'২২ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">জুলাই'২২ মাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="4">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্য মাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>চাকরিচ্যুতি /বরখাস্ত</th><th>দণ্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০৪</td><td>-</td><td>০৪</td><td>-</td><td>০১</td><td>০১</td><td>২</td><td>০২</td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>১৩</td><td>০</td><td>১৩</td><td>-</td><td>০২</td><td>-</td><td>০২</td><td>১১</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৩২</td><td>০৯</td><td>৪১</td><td>-</td><td>০৮</td><td>-</td><td>০৮</td><td>৩৩</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪৯</td><td>০৯</td><td>৫৮</td><td>-</td><td>১১</td><td>০১</td><td>১২</td><td>৪৬</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:
সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা) জানান, জুলাই'২২ মাসে ২টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে চলমান এ বিভাগের বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০২টি। এর মধ্যে ১টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ১টি মামলায় ১৬.০৬.২০২২ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। তদন্তাধীন মামলার তদন্ত প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিলের জন্য সভাপতি তদন্ত কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।</td><td>চলমান বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকল্পে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং তদন্ত কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।</td><td>যুগ্মসচিব (প্রশাসন) / সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td></td><td>সওজ অধিদপ্তর:
সওজ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, সওজ অধিদপ্তরে বর্তমানে কোনো বিভাগীয় মামলা চলমান নেই। মামলা দায়ের হলে নিয়ম অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>মামলা দায়ের হলে নিয়ম অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ</td></tr>
<tr><td></td><td>বিআরটিএ:
চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জুন, ২০২২ মাসে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ১৩টি। জুলাই ২০২২ মাসে ২টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১১টি। উক্ত ১১টি বিভাগীয় মামলার মধ্যে আদালতে ১টি ও দুদকে ৬টি মামলা চলমান থাকায় চূড়ান্ত আদেশ/সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান রয়েছে এবং ১টি বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে, সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। ১টি মামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষমান আছে। ১টি বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্তের নিকট হতে কোন জবাব না পাওয়ায় পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। ১টি বিভাগীয় মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। মামলার কার্যক্রম তদারকির জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তব...নকা
	বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, জুন'২২ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ৩২টি। জুলাই'২২ মাসে ৯টি মামলা রুজু এবং ০৮টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৩৩টি। নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৩.	<u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u> **জুলাই'২২ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:**		

দপ্তর/সংস্থার নাম	জুন, মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	জুলাই'২২ মাসে আগত মামলার সংখ্যা	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মামলার ফলাফল		মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা
					সংস্থার পক্ষে	বিপক্ষে	
সওজ অধিদপ্তর	৩৮৬৫	৬	৩৮৭১	৭	৭	০	৩৮৬৪
বিআরটিএ	২৮৪	৪	২৮৮	১	১	০	২৮৭
বিআরটিসি	৯৩	২	৯৫	১	০	১	৯৪
ডিটিসিএ	০৪	০	০৪	০	০	০	০৪
মোট	৪২৪৬	১২	৪২৫৮	৯	৮	১	৪২৪৯

	(ক) সভাপতি অবহিত করেন, সংস্থা প্রধান এবং আইনজীবীদের নিয়ে গত ০৭.০৮.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় মামলার বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য উদঘাটিত হয়। এ বিষয়ে তেজগাঁও এলাকায় সওজ এর ২ একর জায়গা ব্যক্তি মালিকানার নামে আদলতে রায় করানো হয়েছে। জেলা প্রশাসক, ঢাকা জায়গাটি উদ্ধারের জন্য পত্র দিয়েছেন। এছাড়া, শরীয়তপুর সড়ক বিভাগের আওতায় বকেয়া বাবদ ১ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৫ কোটি টাকা দাবী করে মামলা করা হয়েছে। এছাড়া, মুন্সিগঞ্জ সড়ক বিভাগে বকেয়া দাবীর ৫টি মামলা রয়েছে। মামলার সর্বশেষ অগ্রগতির বিষয়ে সওজ অধিদপ্তরের এস্টেট আইন কর্মকর্তা জানান, তেজগাঁও এলাকার ২ একর জায়গার বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। জেলা জজ আদালতে রায়ের কপি উত্তোলনের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। শরীয়তপুর সড়ক বিভাগে ১ লক্ষ টাকা বকেয়ার কারণে সৃষ্ট মামলার বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী, সার্ভেয়ার, বিজ্ঞ জিপির সাথে আলাপ ও কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা হয়েছে। এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয় ও প্যানেল আইনজীবীর নিকট দাখিল করা হয়েছে। মামলাটি আদালতে কজলিস্টভুক্ত আছে। শীঘ্রই শুনানী হবে। মুন্সিগঞ্জ সড়ক বিভাগে বকেয়া দাবীর ৫টি মামলার বিষয়েও পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সভাপতি মামলাগুলোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ আদালতে সঠিক জাবাব দাখিল ও প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি আইনজীবীদের সরবরাহ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে ও এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) (১) তেজগাঁও এলাকায় সওজ এর ২ একর জায়গা উদ্ধারে প্রয়োজনে মামলা দায়েরসহ সকল ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (ক) (২) শরীয়তপুর সড়ক বিভাগে ১লক্ষ টাকা বকেয়ার কারণে সৃষ্ট ৫ কোটি টাকা দাবীর বিষয়ে আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করে মামলা দায়েরসহ সব ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (ক) (৩) মুন্সিগঞ্জ সড়ক বিভাগে বকেয়া দাবীর ৫টি মামলার বিষয় ভাল করে খতিয়ে দেখে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/চেয়ারম্যান, (বিআরটিএ/ বিআরটিসি) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) উপসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জেলা পর্যায়ে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে উপসচিব (আইন) জানান, প্রস্তাবটি অনুমোদনের বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত প্রয়োজন। শীঘ্রই আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ এবং সরাসরি শাখা কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি ভাল করে বুঝিয়ে বলার জন্য সভাপতি উপসচিব (আইন)-কে পরামর্শ প্রদান করেন।	(খ) জেলা পর্যায়ে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের লক্ষ্যে মতামতের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পত্র দিতে হবে।	
	(গ) অনেক সময় আবেদন নিষ্পত্তির বিষয়ে আদালত নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে আদালতকে অবহিত করা হলেই মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যায়। এ বিষয়ে সকল সড়ক বিভাগসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়।	(গ) আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী আবেদন নিষ্পত্তির বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীদের নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	
	(ঘ) উপসচিব (আইন) জানান, ১০০টি কনটেম্পট মামলার মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯২টি, বিআরটিএ'র ৪টি, বিআরটিসি'র ৩টি এবং ডিটিসিএ'র ১টি। কনটেম্পট মামলার তথ্যাদি যথাসময়ে আদালতে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্যানেল আইনজীবীদের সরবরাহ করা হচ্ছে। কনটেম্পট মামলাগুলো পর্যালোচনাপূর্বক সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আহবানের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঘ) কনটেম্পট মামলাগুলো সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে এবং মামলাগুলো পর্যালোচনাপূর্বক সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আহবান করতে হবে।	
	(ঙ) আইন অধিশাখা হতে জানানো হয়েছে, জুলাই'২২ মাসে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে কোনো মামলা রুজু বা নিষ্পত্তি হয়নি। বর্তমানে মোট মামলার সংখ্যা ৪০টি। মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ঙ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	

ক্র	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সওজ অধিদপ্তর: (ক) প্রধান প্রকৌশলী সওজ অধিদপ্তর জানান, জুলাই'২২ মাসে ৬টি মামলা রুজু এবং ৭টি মামলা নিস্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে সওজ অধিদপ্তরের মামলার সংখ্যা ৩৮৬৪ টি। মামলা নিস্পত্তির লক্ষ্যে নির্বাহী প্রকৌশলী জিপি/এজিপিগণের সাথে পর্যায়ক্রমে সভা করা হচ্ছে এবং মামলা নিস্পত্তির জন্য আইনজীবীদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা হচ্ছে। (খ) চট্টগ্রাম ও ঢাকা জোনে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তার পদ খালি রয়েছে। শীঘ্রই ২ জন কর্মকর্তা পদায়ন করা প্রয়োজন। চট্টগ্রাম ও ঢাকা জোনে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) মামলা নিস্পত্তির লক্ষ্যে তৎপরতার সাথে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নিয়মিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। (খ) চট্টগ্রাম ও ঢাকা জোনে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের প্রস্তাব দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএ'র জুন'২২ পর্যন্ত মামলা ছিল ২৮৪ টি। জুলাই'২২ মাসে ৪টি মামলা রুজু ও ১টি মামলা নিস্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ২৮৭টি। মামলাগুলো নিস্পত্তির লক্ষ্যে আইন উপদেষ্টাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। চেয়ারম্যান আরো জানান, ময়মনসিংহের একটি ঘটনায় একটি শিশুকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ট্রাষ্টি বোর্ড হতে ৫ লক্ষ টাকা আদালত কর্তৃক পরিশোধের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ট্রাষ্টি বোর্ডের তহবিলে অর্থ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি অনেক সময় সাপেক্ষে। ট্রাস্টি বোর্ডে অনুদানের জন্য মালিক সমিতিকেও অনুরোধ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে সমন্বয়ের শর্তে অন্য কোনো খাত হতে শিশুটিকে ৫ লক্ষ টাকা পরিশোধর ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা মালিক সমিতির কাছ থেকে ট্রাস্টি বোর্ডে অনুদান পাওয়া গেলে তা থেকে ৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) মামলা নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) মাননীয় মন্ত্রী এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে সমন্বয়ের শর্তে অন্য কোনো খাত হতে ক্ষতিপূরণের ৫ লক্ষ টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)
	বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, জুন'২২ মাস পর্যন্ত বিআরটিসি'র অনিস্পন্ন মামলা ছিল ৯৩টি। জুলাই'২২ মাসে ২টি মামলা রুজু ও ১টি মামলা নিস্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৯৪টি। মামলা নিস্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য আইনজীবীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে।	মামলা নিস্পত্তির লক্ষ্যে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ ডিটিসিএ'র প্রতিনিধি জানান, বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন মামলা রয়েছে ০৩টি (০১টি কনটেম্পট, ২টি রীট)। কনটেম্পট মামলাটি শুনানীর জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে। ২টি রীট মামলার মধ্যে ০১টি শুনানীর জন্য অপেক্ষাধীন ও অপর মামলাটির ওকালতনামা আদালতে দাখিল করা হয়েছে। কনটেম্পট মামলাটি আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত। ইতোমধ্যে পদ সৃজন করে কর্মচারীদের নিয়মিত করা হয়েছে। তাদের বকেয়া দাবী থাকায় বিষয়টি নিস্পত্তি হচ্ছে না। এ নিয়ে আইনজীবীর সাথে আলাপ হয়েছে। যথাযথ জবাব আদালতে দাখিল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হবে।	মামলা নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। কনটেম্পট মামলাটির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ উপসচিব (আইন)

৪. **<u>অডিট আপত্তির বিবরণী:</u>**

বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিস্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিস্পত্তি	মোট অনিস্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০১	-	-	০১	-	০১	-	১
সওজ অধিদপ্তর	৭৩৬৯	১১৭৮	৫৫৮১	৬১০	-	৭৩৬৯	-	৭৩৪৪
বিআরটিসি	১২২৩	১৭৪	৯৫৮	৯১	-	১২২৩	২৫	১২১৮
বিআরটিএ	৩৬৪	১৩৬	২২৮	-	-	৩৬৪	৫	৩৬৪
ডিটিসিএ	১১	০৩	৮	-	-	১১	-	১১
ডিএমটিসিএল	৬	০৪	২	-	-	০৬	-	০৬
মোট	৮৯৭৪	১৪৯৫	৬৭৭৭	৭০২	-	৯০১৭	৩০	৮৯৪৪

অডিট শাখার তথ্য অনুযায়ী জুন'২২ মাসে অনিস্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ৮৯৭৪টি। জুলাই'২২ মাসে কোনো অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং ৩০টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৮৯৪৪টি।

	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	অডিট শাখার প্রতিনিধি জানান- (ক) (১) ১০টি খসড়া অডিট আপত্তি নিস্পত্তির বিষয়ে ৩১.০৭.২০২২ তারিখে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় অডিট আপত্তি নিস্পত্তির বিষয়ে বেশ কয়েকটি নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। পিএ কমিটির সভার নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) ও প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) (১) ৩১.০৭.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) /নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্ত[illegible]নকারী
	(খ) দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ অব্যাহত আছে। চলতি মাসে ২টি সভা আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রেরণের বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রস্তুতের ক্ষেত্রে চাহিত তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা এবং যথাযথ প্রমাণক সংযুক্ত করা প্রয়োজন মর্মে সভাপতি অবহিত করেন। মাঠ পর্যায় হতে ব্রডশীট জবাব পাওয়ার পর দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে সেগুলো মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(খ) (১) প্রতিমাসে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রস্তুতের ক্ষেত্রে চাহিত তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং যথাযথ প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে। (খ) (২) মাঠ পর্যায় হতে ব্রডশীট জবাব পাওয়ার পর দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে সেগুলো মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
	(গ) সওজ অধিদপ্তর প্রতিনিধি জানান, ২০২০-২১ অর্থবছরের AIR(Serious Financial Irregulation) ভুক্ত SFI হিসেবে চিহ্নিত সকল আপত্তির BSR নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএ'র ২০২০-২১ অর্থবছরে AIR ভুক্ত SFI হিসেবে চিহ্নিত ঢাকা, গাজীপুর ও কুমিল্লা সার্কেল হতে প্রাপ্ত ছক মোতাবেক ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ঢাকা মেট্রো-২, রাঙ্গামাটি, ময়মনসিংহ, সিলেট, বগুড়া ও রংপুর সার্কেল হতে জবাব পাওয়া গেলেও যথাযথ ও প্রমাণক না থাকায় পুনরায় ছক মোতাবেক প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসমূহকে অনুরোধ করা হয়েছে। খুলনা, বরিশাল সার্কেল হতে কোনো জবাব না পাওয়ায় তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে।	(গ) (১) সওজ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত ২০২০-২১ অর্থবছরের AIRভুক্ত SFI হিসেবে চিহ্নিত আপত্তিসমূহের ব্রডশীট জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। (গ) (২) বিআরটিএ থেকে AIR ভুক্ত SFI হিসেবে চিহ্নিত ছক মোতাবেক ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	(ঘ) DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে মতামত যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্ত অবলোপন সংক্রান্ত কমিটির ১ম সভা গত ০৮.০৬.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যক্রম চলমান আছে।	(ঘ) DUTP প্রকল্পের ৮টি অগ্রীম অডিট আপত্তির অবলোপন সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিষয়ে যাচাই-বছাই সম্পন্ন করে সুপারিশ দ্রুত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(ঙ) কোম্পানী সচিব (ডিএমটিসিএল) জানান, কোম্পানীর ৪টি এবং ডিএমটিসিএল লাইন-৬ এর ২৯টিসহ মোট ৩৫টি অডিট আপত্তি রয়েছে। ২টি অডিট আপত্তি চলমান মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে। নতুন ২৯টি অডিট আপত্তির জবাব প্রস্তুতের কাজ চলমান আছে। প্রতিটা জবাব প্রস্তুতের পর এমডি মহোদয়কে দেখানো হয় এবং নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জনপূর্বক অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়।	(ঙ) ডিএমটিসিএল এর অবশিষ্ট ৩৩টি অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	(চ) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআটিসি'র প্রধান কার্যালয়ের (বাস ডিপো) ১৯৭৮-৮৮ হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ২০টি অগ্রিম এবং বিভিন্ন ডিপোর রিপোর্টভুক্ত ৫টিসহ মোট ২৫টি অডিট আপত্তির জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অডিট শাখার প্রতিনিধি জানান, ১৯৭৯-৮০ হতে ২০১১-১৩ অর্থবছরের এবং ২০১১-১৩ অথবছরের বিআরটিসি'র ২৫টি অডিট আপত্তির জবাব পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন।	(চ) মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত ২৫টি অডিট আপত্তির জবাব পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)
	(ছ) সিভিল অডিটের সওজ অধিদপ্তরের ৬টি (২০১২-১৩ অর্থবছরের অনুচ্ছেদ ০৩,০৪ ও ০৭, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের অনুচ্ছেদ ০৫ এবং ২০১৪-১৬ অর্থবছরের অনুচ্ছেদ ০১ ও ০২) আপত্তির জবাব পাওয়া যায়নি।	(ছ) সিভিল অডিটের ৬টি আপত্তির জবাব দ্রুত সওজ অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(জ) সিনিয়র সহাকারী সচিব (অডিট) জানান, প্রেষণে পদায়নকৃত পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) এর দ্রুত যোগদান নিশ্চিতকল্পে উক্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।	(জ) প্রেষণে পদায়নকৃত পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) এর সাথে যোগাযোগ করে যোগদান নিশ্চিত করতে হবে।	

ক্র	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা		বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিস্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সওজ কর্মকর্তাদের পেনশন কেইস)		১	-	১	-	১	দীর্ঘ পেন্ডিং
		২৪	১	২৫	১	২৪	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	১ম - ৯ম গ্রেড	১১	১	১২	-	১২	
	১০ম - ২০তম গ্রেড	-	১০	১০	১০	-	
বিআরটিসি		২৯৭	৩	৩০০	৫১ (আংশিক-১৯১)	২৫১	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ		-	-	-		-	
ডিটিসিএ		-	-	-	-	-	
মোট		৩৩৩	১৫	৩৪৮	৬২	২৮৮	

	ক. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ: (১) সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন শাখার প্রতিনিধি জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি পেনশন কেইসের (জনাব খালেকুজ্জামান) অডিট সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। অডিট আপত্তিটি পিএ কমিটিতে উত্থাপনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে। এছাড়া, জুন ২০২২ মাসের পেন্ডিং ২৪টি পেনশন কেইসের মধ্যে জুলাই'২২ মাসে কোনো পেনশন নিষ্পত্তি হয়নি এবং কোনো পেনশন কেইস পাওয়া যায়নি। বর্তমানে ২৪টি পেনশন কেইস সাময়িক পেন্ডিং রয়েছে। অনেকের অডিট আপত্তি থাকায় পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা যাচ্ছে না। অডিট শাখার প্রতিনিধি জানান, ২ জন কর্মকর্তা'র আপত্তির উপর ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা হবে। (২) স্থগিত থাকা ০৯ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে ৩ জন কর্মকর্তার পেনশন আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রত্যয়ন প্রদানের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় পত্র দেয়া হয়। ১ জনের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রত্যায়ন পাওয়া গিয়েছে। ২ জনের প্রত্যায়ন এখনও পাওয়া যায়নি। ইতোমধ্যে ১টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রত্যায়ন প্রাপ্তির জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তাগিদ প্রদানের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) (ক) জনাব খালেকুজ্জামান এর খসড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পিএ কমিটিতে উত্থাপনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (১) (খ) সাময়িক পেন্ডিং পেনশন কেইস নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং পেনশন কেইস সম্পর্কিত বিশেষ ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে। (২) বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্থগিত থাকা পেনশন কেইস নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং ২ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রত্যায়ন প্রাপ্তির জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে তাগিদ পত্র প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)/ সি:স: সচিব (অডিট)
	খ. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, জুলাই ২০২২ মাসে ৯ম ও তঘূর্ধ গ্রেডের কর্মকর্তাদের ১টি পেনশন কেইসের আবেদন পাওয়ায় এবং কোনো পেনশন কেইস নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে পেনশন কেইসের সংখ্যা ২৪টি। বিবেচ্য মাসে ১০-২০ তম গ্রেডের ১০টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে।	অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	গ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতি মাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। জুলাই' ২০২২ মাসে ৩,২৯,০৫,৪৫৫ (তিন কোটি উনত্রিশ লক্ষ পাঁচ হাজার চারশত পঞ্চান্ন) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	ধারাবাহিকতা ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচ্যুইটি ও বকেয়া পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. বিআরটিএ: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএতে কোনো পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন নেই। প্রত্যেক কর্মকর্তা পেনশনে যাবার পূর্বেই কাগজপত্র প্রস্তুত করে থাকেন। তাই আবেদন প্রাপ্তির সাথে সাথেই তা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়।	পেনশন কেইস পাওয়া গেলে তা দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এর ওপর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ১৭.০১.২০২২ তারিখ ভেটিং প্রদান করা হয়। খসড়ায় অর্থের সংশ্লেষ থাকায় গত ২৪.০২.২০২২ তারিখে সম্মতি/অনাপত্তি প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। অর্থ বিভাগ গত ২৯.০৬.২০২২২ তারিখ কতিপয় তথ্য প্রদানের জন্য এ বিভাগকে অনুরোধ করে। তৎপ্রেক্ষিতে চাহিত তথ্য অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ এর ওপর অর্থ বিভাগের সম্মতি/অনাপত্তির বিষয়ে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (সম্পত্তি/আইন)/ সহকারী সচিব (বিআরটিএ)
	খ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন - ২০১৩ এর আওতায় বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ন:		

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন-২০১৩ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রণীত খসড়া "সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড বিধিমালা-২০২২" এর ওপর অর্থ বিভাগের বেশ কিছু মতামত/পর্যবেক্ষণ দিয়েছে। যেগুলো খুবই জটিল বিষয়। তাই বিধিমালাটি ভাল করে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। উপসচিব (জিএফডিপি) জানান, সড়কের সংকট অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আইনটি ২০১৩ সালে করা হয়েছিল। বর্তমানে সরকারের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বরাদ্দ বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বিধিমালাটি বর্তমান অবস্থার সাথে কতটা সামঞ্জস্য তা গভীরভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান, বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারের মাধ্যমে তহবিলের অর্থ যোগানের বিষয়টি জটিল তাছাড়া, তহবিল হতে অর্থ খরচের বিষয়টিও বর্তমান অবস্থার চেয়ে কঠিন ও সময় সাপেক্ষ। তাই বিধিমালাটি চূড়ান্ত করার পূর্বে গভীরভাবে ভাবা প্রয়োজন। বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ও সওজ অধিদপ্তর এবং বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে বসে বিধিমালাটি পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয় মতামত প্রদানের জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	অর্থ বিভাগের মতামতের আলোকে "সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড বিধিমালা-২০২২" গভীরভাবে পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয় মতামত প্রদান করতে হবে।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট/উন্নয়ন) উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ)
	গ. বিআরটি বিধিমালা ২০২২ প্রণয়ন: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি জানান, খসড়া বিআরটি বিধিমালা ২০২২ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত মতামতের ওপর গত ০৪.০৮.২০২২ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং অর্থ বিভাগের ভেটিং প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে।	বিআরটি বিধিমালা ২০২২ এর খসড়ার ওপর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং অর্থ বিভাগের ভেটিং গ্রহণের জন্য পদেক্ষেপ নিতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা-বিআরটি/উপসচিব (বিআরটি)
	ঘ. মহাসড়ক আইন ২০২১ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, ''মহাসড়ক বিধিমালা-২০২২'' এর খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি কনসালটেন্ট এর পাশাপাশি সওজ এর অবসর প্রাপ্ত অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করে খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিধিমালার খসড়া প্রস্তুত হয়েছে। খসড়ার ওপর কয়েকটি ধাপে সভা করা হবে। আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২২ সময়ের মধ্যে খসড়া প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২২ সময়ের মধ্যে 'মহাসড়ক বিধিমালা-২০২২' এর খসড়া প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	ঙ. টোল নীতিমালা হালনাগাদ করণ: বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিদ্যমান টোল আইন ১৯৮৫ এবং টোল নীতিমালা ২০১৪ হালনাগাদ প্রয়োজন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে আহবায়ক করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে দ্রুত টোল আইন ১৯৮৫ এবং টোল নীতিমালা ২০১৪ হালনাগাদ করার কার্যক্রম শুরু করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	গঠিত কমিটিকে টোল আইন ১৯৮৫ এবং টোল নীতিমালা ২০১৪ হালনাগাদ করার কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে।	উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	চ. বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), আইন ২০২২: ডিটিসিএ'র প্রতিনিধি জানান, বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), আইন ২০২২ প্রণয়নের লক্ষ্যে খসড়া প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। উক্ত আইনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা হতে মতামত চাওয়া হয়। ২টি সংস্থা হতে মতামত পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে ডিটিসিএ'তে একটি অভ্যন্তরীণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাঙ্খিত মতামত না পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাসমূহকে মতামতের জন্য পুনরায় পত্র দেয়া হবে। খসড়া প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	বাস পরিবহন সেবা ও বিশেষ অধিকার (রুট ফ্রাঞ্চাইজ), আইন ২০২২ প্রণয়নের লক্ষ্যে খসড়া প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ
	ছ. বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ প্রণয়ন: অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর খসড়ার ওপর ৫টি সংস্থার মতামত পাওয়া গিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ স্টেক হোল্ডারের মতামত না পওয়ায় পুনরায় তাগিদ দেয়া হয়েছে। দ্রুত মতামত সংগ্রহ করে তদালোকে খসড়া চূড়ান্ত করার কার্যক্রম ত্বারান্বিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	গুরুত্বপূর্ণ স্টেক হোল্ডারদের মতামত সংগ্রহ করে তদালোকে খসড়া চূড়ান্ত করার কার্যক্রম ত্বারান্বিত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)
৭.	**<u>বৃক্ষরোপণ :</u>** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ অধিদপ্তর জানান, আগামী নভেম্বর ২০২২ মাসের সমন্বয় সভায় বৃক্ষরোপনের ফলোআপ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হবে এবং ল্যান্ডস্কেপিং অনুযায়ী বৃক্ষরোপনের গাইডলাইন প্রস্তুতের প্রাথমিক কাজ চলমান রয়েছে, আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখের মধ্যে গাইডলাইন প্রস্তুত করার জন্য সভায় গরুত্বারোপ করা হয়।	আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখে মধ্যে ল্যান্ডস্কেপিং অনুযায়ী বৃক্ষরোপনের গাইডলাইন প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)/ উপসচিব টোল ও এক্সেল)/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ
৮.	**সওজ অধিদপ্তরের ভূমি নামাজারি সংক্রান্ত:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত/রিকুইজিশনকৃত ও হস্তান্তরিত ভূমি/সম্পত্তি সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত ও নামজারিকরণ সংক্রান্ত জুলাই ২০২২ মাসের সকল সড়ক জোনের সমন্বিত তথ্য সওজ অধিদপ্তর হতে	প্রতিটি সড়ক বিভাগের সম্পত্তির রেজিষ্ট্রারে/অ্যাপসে সকল সম্পত্তির তালিকা (দাগ, খতিয়ান, জমির পরিমান,	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), যুগ্মসচিব

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	পাওয়া গিয়েছে। জুলাই'২২ মাসে ৭টি নামজারি সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি সড়ক বিভাগের সম্পত্তির রেজিষ্ট্রারে/অ্যাপসে সকল সম্পিত্তি তালিকা অন্তর্ভুক্ত করা এবং যেগুলোর নামজারী হয়েছে এবং যেগুলোর নামজারী হয়নি তা চহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ নামজারীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	এলএ কেইস নম্বরসহ) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেগুলোর নামজারী হয়েছে এবং যেগুলোর নামজারী হয়নি তা চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগকে নামজারীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী(সকল সড়ক বিভাগ)
৯.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত আছে এবং মহাসড়কের ওপরে ময়লা আবর্জনা ফেলা বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে।	(১) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) মহাসড়কের ওপরে ময়লা আবর্জনা ফেলা বন্ধে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জোরালো মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	অবৈধ দখলমুক্ত ভূমি দখলে রাখা: সওজ অধিদপ্তরের জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত করার পর তা দখলে রাখা খুবই জরুরি মর্মে সভাপতি জানান। এজন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ কর্তৃক উদ্ধার হওয়া জায়গায় কাঁটা তারের বেড়া, খুঁটি বা পিলার, সাইন বোর্ড স্থাপনের জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।	উদ্ধার হওয়া জায়গায় কাঁটা তারের বেড়া, খুঁটি বা পিলার, সাইন বোর্ড স্থাপন করে দখলে রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, জুলাই ২০২২ মাসের তথ্য অনুযায়ী ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও গোপালগঞ্জ জোনের অধীন বিভিন্ন সড়ক বিভাগ হতে ২২২টি অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) এর ভাঙ্গা অংশের ইন্টার-সেকশনে প্রচুর অবৈধ বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। জরুরিভিত্তিতে অবৈধ বিলবোর্ড অপসারণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী ও এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(১) ঢাকার প্রবেশ এবং বাহির পথসহ সারাদেশে সওজ এর জায়গায় স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড/ব্যানার/ফেস্টুন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) এর ভাঙ্গা অংশের ইন্টার-সেকশনে স্থাপিত অবৈধ বিলবোর্ড দ্রুত অপসারণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে মহাসড়ক নির্বিঘ্ন রাখা: শনির আখড়া হতে মাতুয়াইল পর্যন্ত মহাসড়কের সার্ভিস লেনের ওপর যাতে ভবিষ্যতে গরুর হাট বসাতে না পারে এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগ হতে একটি প্রস্তাবনা প্রাপ্তি সাপেক্ষে মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হবে। দ্রুত প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	দ্রুত প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং এজেন্ডাটি আগামী সমন্বয় সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/উপসচিব (সম.ও প্রশি)
১০.	**মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:** **বিআরটিএ** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, (ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) ও অন্যান্য জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে জুলাই ২০২২ মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ৬৩টি অভিযানে ৩২৫টি মামলায় ৪,৩০,২০০/- (চার লক্ষ ত্রিশ হাজার দুইশত) টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও, সারাদেশে মোবাইল কোর্ট কর্তৃক ১৩৩২টি মামলার মাধ্যমে ৩৮,৭৪,৮০০.০০ (আটত্রিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার আটশত) টাকা জরিমানা আদায়সহ ৪৭ (সাতচল্লিশ)টি গাড়ি ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ এবং ০৪(চার) জনকে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। (খ) জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিআরটিএ'র জেলা সার্কেলসমূহে নিয়মিত ভাবে প্রতিমাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। জুন ২০২২ মাসে ২০৭৩ টি মামলায় ২৬১৫৩৯৫.০০ টাকা	(ক) বিআরটিএ কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) ও অন্যান্য জাতীয় মহাসড়কে অবৈধ মোটরযান চলাচল বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (১) বিআরটিএ'র সার্কেল অফিসের উদ্যোগে জেলা	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/তথ্য অফিসার

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	জরিমানা আদায় করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কার্যক্রম যাতে গনমাধ্যমে প্রচারিত হয় এ বিষয়ে এ বিভাগের তথ্য অফিসারের সহায়তায় প্রধান তথ্য কর্মকর্তা এবং বিটিভি'র সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	প্রশাসনের সহায়তায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কার্যক্রম গনমাধ্যমে প্রচারের জন্য এ বিভাগের তথ্য অফিসারের সহায়তায় প্রধান তথ্য কর্মকর্তা এবং বিটিভি'র সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	
	(গ) সড়ক দূর্ঘটনা এবং বর্তমান ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে বিআরটিএ'র জেলা অফিসের উদ্যোগে চলমান মাসে জেলা পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিবহন কমিটির সভা (আরটিসি) আহবানের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) সড়ক দূর্ঘটনা এবং বর্তমান ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে বিআরটিএ'র জেলা অফিসের উদ্যোগে চলমান মাসে জেলা পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিবহন কমিটির সভা (আরটিসি) আহবান করতে হবে।	
১১.	**বিআরটিসি বাসের সেবাদান কার্যক্রম মনিটরিং:** চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট কর্তৃক জুলাই ২০২২ মাসে ০৮টি বিআরটিসি বাসে অভিযান পরিচালনা করা হয়। কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়নি। তবে চলতি মাসে গাবতলী এলাকায় একটি বিআরটিসি বাসে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় পরিলক্ষীত হওয়ায় বিষয়টি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে অবহিত করা হয়েছে। বিআরটিসি'র সকল বাসে দৃশ্যমান স্থানে ভাড়া চার্ট স্থাপন এবং অতিরিক্ত ভাড়া যাতে কেউ আদায় করতে না পারে বিষয়টি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএ এবং বিআরটিসিকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট কর্তৃক বিআরটিসি বাসের সেবা কার্যক্রম মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) বিআরটিসি সকল বাসে দৃশ্যমান স্থানে ভাড়ার চার্ট স্থাপন করতে হবে এবং অতিরিক্ত ভাড়া যাতে কেউ আদায় করতে না পারে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
১২.	**সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :** **Grievance Redress System (GRS) :** অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা জানান, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ৪২টি এবং এ বিভাগের অনলাইনের মাধ্যমে ৮টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গেছে। উল্লিখিত ৫০টি অভিযোগের মধ্যে ৪৫টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি অভিযোগ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ণিত অভিযোগ/মতামতগুলো নিষ্পত্তির সময় এখনও অতিক্রান্ত হয়নি।	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত অভিযোগ গুরুত্বের সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	Public Service Innovation: উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান- (ক) মোবাইল এ্যাপস 'আমাদের বিআরটি কুড়িল-গাউসিয়া ও ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ২টি রুটে কার্যকর রয়েছে। আরো ৬টি রুটে অ্যাপসটি কার্যকর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের মাঝে এ্যাপস ব্যবহারের বিষয়টি জনপ্রিয় করা এবং নতুন রুটে দ্রুত অ্যাপসটি চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।।	(ক) (১) ২টি রুটে পরিচালিত 'আমাদের বিআরটিসি' সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ আব্যাহত রাখতে হবে এবং আরো ৬টি রুটে এ্যাপসটি চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(খ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ডেটা মাইগ্রেশনসহ সিস্টেম আপগ্রেডেশনের কাজ শেষ হয়েছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স (কেবলমাত্র অপেশাদার) নবায়নের জন্য মডিউল তৈরীর কাজ শুরু করা হবে। আশা করা যায়, সেপ্টেম্বর, ২০২২ মাসের মধ্যেই যে কোনো সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের কাজ শুরু করা যাবে।	(খ) যে কোন সার্কেল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়নের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্র	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, আওতাধীন সংস্থাসমূহের বাস্তবায়নাধীন আইডিয়াসমূহের ওপর অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার এর সভাপতিত্বে ২৫.০৭.২০২২ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (ঘ) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, ইনোভেশন আইডিয়া সংক্রান্ত প্রকাশনা প্রণয়নের লক্ষ্যে দপ্তর/সংস্থা হতে তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছে শীঘ্রই একটি সভা আহবান করা হবে।	(গ) বাস্তবায়নাধীন আইডিয়াসমূহের ওপর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) দ্রুত সভা করে ইনোভেশন আইডিয়া সংক্রান্ত প্রকাশনা প্রণয়নের কাজ শুরু করতে হবে।	চীফ ইনোভেশন অফিসার/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল) উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
১২	**ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম:** সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, এ বিভাগের প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তাগণকে গত ২৬/০৫/২০২২ তারিখে ই-নথির রিফ্রেসার ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থার মাঠ পর্যায়ে ই-নথির কার্যক্রম চালু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণকে পত্র প্রেরণের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থার মধ্যে ডিটিসিএ ই-ফাইল কার্যক্রমে পিছিয়ে রয়েছে। ডিটিসিএসহ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থায় ই-ফাইলে নথি উপস্থাপনসহ পত্রজারি বৃদ্ধির বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।	ডিটিসিএসহ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম গতিশীল করার প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	প্রকল্প পরীবিক্ষণ মনিটরিং অ্যাপস: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, জানান, প্রকল্প পরীবিক্ষণ মনিটরিং অ্যাপসটি প্রস্তুত করা আছে ইতোমধ্যে ওয়েব ভার্সনের কাজ শেষ হয়েছে। যাচাই বাছাইয়ের কাজ চলমান আছে। শীঘ্রই এটির ওপর প্রশিক্ষণসহ পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করা হবে। আগামী সভায় সর্বশেষ অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	প্রকল্প পরীবিক্ষণ মনিটরিং অ্যাপসটি ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং অ্যাপসটির সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
১৩.	**বিবিধ:** **ক. ডিও পত্রের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ:** সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত ডি.ও পত্রের আলোকে কার্যক্রম অব্যাহত এবং গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের অবহিত করার জন্য সভাপতি সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন।	বিশেষ গুরুত্বের সাথে ডি.ও পত্রের ওপর মন্ত্রণালয় হতে কার্যক্রম অব্যাহত এবং গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের অবহিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/ পরিকল্পনা)
	খ. মহাসড়কে টোল আদায় পদ্ধতি চালুকরণ: উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, (১) মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায়ের জন্য সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের দরপত্র মূল্যায়ন প্রস্তাব গত ০৩.০৮.২০২২ তারিখে অনুমোদন করা হয়েছে। সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। (২) সাসেক-১ এ টোল প্লাজা নির্মাণের প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। (৩) অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্মাণাধীন বিশ্রামাগারের সেবার মূল্যের হার নির্ধারণ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সুপারিশসহ সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পত্র দেয়া হয়েছে। (৪) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, বর্তমানে দপরপত্র আহবানের ক্ষেত্র QCBS পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। নতুন করে ইজার পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ইজারাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে মেয়াদের ৪ মাস পূর্বে কার্যক্রম গ্রহণ এবং ১ মাস পূর্বে কার্যক্রম সমাপ্ত করার জন্য সভায় গুরত্বারোপ করা হয়।	(১) মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায়ের জন্য সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। (২) সাসেক-১ এ টোল প্লাজা নির্মাণের প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। (৩) নির্মাণাধীন বিশ্রামাগারের সেবার মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (৪) টোল কালেকশনের জন্য নতুন করে ইজারা পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে এবং ইজারাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে মেয়াদের ৪ মাস পূর্বে কার্যক্রম গ্রহণ ও ১ মাস পূর্বে কার্যক্রম সমাপ্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(৫) জনাব মোঃ সামীমুজ্জামান, যুগ্মসচিব, সভাকে অবহিত করেন, বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের কীর্তনখোলা নদীর ওপর নির্মীত শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাদ সেতুর টোল আদায়ে জন্য সওজ অধিদপ্তরের স্থায়ী কোনো টোল ঘর নেই। ইজারাদার কর্তৃক মহাসড়কের ওপরে গাড়ি থামিয়ে হাতে হাতে টোল আদায় করা হয়। সেতুর পশ্চিম প্রান্তে টোল ঘরের জন্য একটি বিশাল আকৃতির গেইটের	(৫) ইজারাদার কতৃক মহাসড়কের উপরে হাতে হাতে শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাদ সেতুর টোল আদায়ের বষয়টি	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	মত তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে না। ইজারাদার কর্তৃক মহাসড়কের ওপর টোল আদায়ের ফলে যানজট সৃষ্টি হয় ফলে সাধারণ মানুষ/রোগী ভোগান্তিতে পড়েন। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের কাছ থেকে জেনে বিস্তারিত আগামী সমন্বয় সভাকে অবহিত করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেনে।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের কাছ থেকে জেনে বিস্তারিত আগামী সমন্বয় সভায় অবহিত করতে হবে।	
	গ. অধীনস্থ সংস্থাসমূহের আইটি অডিট (১) উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২২-২৩ এর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৩টি সেতুর আইটি অডিট কার্যক্রম শুরু করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজকে পত্র দেয়া হয়েছে। (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, আইটি অডিটের কাজ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) থেকে অডিট রিপোর্ট পাওয়া সাপেক্ষে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	(১) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২২-২৩ এর কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৩টি সেতুর আইটি অডিট কার্যক্রম শুরু এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। (২) বিআরটিএ'র আইটি অডিট প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	ঘ. Unified টোল কালেকশন সিস্টেম (Uniform Method) বাস্তবায়ন: (১) সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট জানান, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারসমূহের তালিকা যাচাই-বাছাই এবং টোল প্লাজাগুলো ভিজিট সম্পন্ন করে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার স্থাপনের লক্ষ্যে সওজ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এর বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি দল মেঘনা-গোমতী সেতু টোল প্লাজা পরিদর্শন করেছেন। এছাড়াও, সওজ হতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সিএনএস লিমিটেডকে সফটওয়্যারটি পাইলটিং করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তাগিদপত্র দেওয়া হয়েছে। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, Unified Toll কালেকশনের ক্ষেত্রে ইজারাদার কর্তৃক Hardware সরবরাহের উদ্যোগ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে।	(ক) মেঘনা-গোমতী সেতু পাইলটিং শেষে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে সফটওয়্যার বুঝে নিতে হবে। (খ) Unified Toll কালেকশনের ক্ষেত্রে ইজারাদার কর্তৃক Hardware সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/উপসচিব (টোল ও এক্সেল)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	ঙ. ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত: সওজ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান, জানালার গ্লাস লাগানো কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। আশা করা যায় আগামী সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসের মধ্যে ৫টি ফ্লোর ডিটিসিএকে বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হবে।	সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসের মধ্যে ৫টি ফ্লোর ডিটিসিএকে বুঝিয়ে দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ
	চ. মহাসড়কে দূর্ঘটনা রোধে করণীয়: চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধকল্পে বিআরটিএ'র বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে মহাসড়কে মোটরসাইকেলসহ ছোট ছোট মোটরযান বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ থেকে মোটর সাইকেল ক্রয় এবং মোটর সাইকেলের রেজিষ্ট্রেশনের সময় ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকা আবশ্যিক করা হচ্ছে। বিষয়টি পত্রিকা/টেলিভিশনে ব্যাপকভাবে প্রচার করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, ঈদুল আযহার সময়ে সংঘটিত দূর্ঘটনার বিষয়ে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ওপরে এপিএ স্টেক হোল্ডার সভায় পরবর্তী করণীয় বিষয়ে আলোচনা জন্য সভাপতি উপসচিব বিআরটিএ ও এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা'কে পরার্মশ প্রদান করেন।	(১) মহাসড়কে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে বিআরটিএ'র বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) মোটরসাইকেল ক্রয় এবং মোটরসাইকেলের রেজিষ্ট্রেশনের সময় ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং বিষয়টি পত্রিকা/টেলিভিশনে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। (৩) ঈদুল আযহার সময় সংঘটিত দূর্ঘটনার বিষয়ে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ওপরে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে আলোচনার জন্য এপিএ স্টেক হোল্ডার সভায় এজেন্ডাভুক্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/উপসচিব (বিআরটিএ)/ এপিএ টীম লিডার/এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
	ছ. BRT বাস টার্মিনালের প্রস্তাবিত জায়গার রেকর্ড সংশোধন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, এয়ারপোর্ট এলাকায় প্রস্তাবিত BRT বাস টার্মিনালের জায়গাটি ভুলক্রমে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ড হয়েছে। বর্তমানে রেলওয়ের অবৈধ দখলে রয়েছে। রেকর্ড সংশোধনের জন্য গত ১১.০৮. ২০২২ তারিখে এসিল্যান্ড	প্রস্তাবিত BRT বাস টার্মিনালের জায়গাটি উদ্ধারের জন্য রেকর্ড সংশোধনের লক্ষ্যে	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/নির্বাহী

ক্র	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	অফিসে কাগজপত্র দাখিল করা হয়েছে।	এসিল্যান্ড অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	পরিচালক, ডিটিসিএ/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, সওজ
	জ. BRT প্রকল্পের আওতায় নির্মিত টঙ্গী সেতু ও টঙ্গী ফ্লাইওভার চালু ও যানজট নিরসন: ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি জানান, টঙ্গী ফ্লাইওভার খুলে দেয়ার বিষয়ে ট্রাফিক পুলিশ ও অন্যান্য অংশীজনদের সাথে আলাপ হয়েছে। দু/এক দিনের মধ্যে যৌথভাবে নির্মিত ফ্লাইওভার এলাকায় পরিদর্শন করা হবে। পুলিশের ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেলেই ফ্লাইওভারটি যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হবে।	টঙ্গী ফ্লাইওভার চালুর লক্ষ্যে সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা-বিআরটি/প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা-বিআরটি
	ঝ. ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) বাস্তবায়ন: উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) ব্যবহারে ১০% প্রণোদনার বিষয়টি মোবাইল এসএমএস ও টিভি স্ক্রলে দেখানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে ব্যাপক সারা পাওয়া যাচ্ছে। এ সংক্রান্ত সাচারাচর জিজ্ঞাসিত ৩০ টির বেশি প্রশ্নোত্তর জরুরী সেবা ৯৯৯ এবং কল সেন্টার ৩৩৩ এ পাঠানো হয়েছে। এছাড়া, bangladeshporta.gov.bd পোর্টালে আপলোড করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, অধিকাংশ যানবাহনে আরএফআইডি ট্যাগ না থাকায় ETC-তে টোল পরিশোধ করতে পারছেনা। পরিদর্শনকালীন অনেকের সাথে কথা বলে জানা যায় তারা আরএফআইডি ট্যাগ গাড়ীতে সংযুক্ত করতে ইচ্ছুক। পরিদর্শন টীমের প্রস্তাবনা অনুযায়ী বিআরটিএ সিদ্ধান্ত নিয়েছে টোল প্লাজায় তাদের প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে চার্জ গ্রহণপূর্বক আগ্রহীদের যানবাহনে আরএফআইডি ট্যাগ স্থাপন করবেন। এ কাজে টোল প্লাজার লোকজন সহায়তা করবেন। সভাপতি প্রথম পর্যায়ে মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল প্লাজায় আরএফআইডি ট্যাগ সংযুক্ত করার কাজ শুরু করার জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএ ও সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্টকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) ব্যবহারের বিষয়ে প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) বিআরটিএ'র উদ্যোগে প্রথম পর্যায়ে মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল প্লাজায় আরএফআইডি ট্যাগ সংযুক্ত করার কাজ শুরু করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ ও সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্টক
	ঞ. মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: উপসচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) জানান, মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট ০৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। যার অগ্রগতি সময় সময় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় নিতে হবে মর্মে সভাপতি সকলকে অবহিত করেন। তিনি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট উইং/শাখা হতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং হালনাগাদ অগ্রগতির তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।	গুরুত্ব বিবেচনা করে মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট উইং/শাখা হতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং হালনাগাদ অগ্রগতির তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (কানেক্টিভি/ পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান)/ উপসচিব (সমন্ব ও প্রশিক্ষণ)
	ট. ওয়েব সাইট হালনাগাদ করণ: সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, জানান, এ বিভাগ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর ওয়েব সাইট হালনাগাদ করার কাজ চলমান আছে। এ বিষয়ে গঠিত কমিটিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে ওয়েব সাইট হালনাগাদ করার জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	দ্রুত সময়ের মধ্যে ওয়েব সাইট হালনাগাদ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	ঠ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান, এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৫৬টি (১ম শ্রেণির ২৯টি, ২য় শ্রেণির ১০টি, ৩য় শ্রেণির ৯টি ও ৪র্থ শ্রেণির ০৭টি) শূন্যপদ রয়েছে। পদোন্নতি কোটায় পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া সাপেক্ষে পূরণ করা হবে। গত অর্থবছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সরাসরি পদে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে সরাসরি নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। **ডিটিসিএ:** ডিটিসিএ'র ২১২টি পদের মধ্যে ১০৯টি পদ শূন্য রয়েছে। প্রেষণে পূরণযোগ্য পদগুলো পূরণের জন্য ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। ৫ম হতে ৯ম গ্রেডভুক্ত ১৮টি বিভিন্ন পদে মোট ১৮ জন কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে ০১.০৭.২০২২ তারিখে ৫৮১ জন প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদে ৫টি ক্যাটাগরিতে ২৪ জন জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ছাড়পত্র গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। **বিআরটিসি:** ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২৪৭০টি শূন্য রয়েছে। ১ম শ্রেণির ৪৭টি শূন্য পদের মধ্যে নিয়োগযোগ্য ০৪টি পদের বিপরীতে ০২টি পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ২৯/০৫/২০২২ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ২য় শ্রেণির ৪১টি শূন্য পদের মধ্যে নিয়োগযোগ্য ১৬টি পদে ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। তন্মধ্যে ০৬টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২৩৮২টি শূন্য পদের মধ্যে নিয়োগযোগ্য ১২০১টি পদের বিপরীতে ৩০০টি (কন্ডাক্টর-ডি/কাউন্টারম্যান) পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ০১.০৭.২০২২ তারিখে এমসিকিউ পরীক্ষা, ২২.০৭.২০২২ তারিখে লিখিত পরীক্ষা, ২৩.০৭.২০২২ তারিখ হতে ০২.০৮.২০২২ তারিখ পর্যন্ত মৌখিক পরীক্ষা		

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিয়োগ আদেশের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, ১০টি ক্যাটাগরিতে ৮৭টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। **বিআরটিএ:** ৯১৬টি পদের মধ্যে ২২২টি। উপপরিচালক (ইঞ্জি:) এর ০৬(ছয়)টি শূন্য পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ডিপিসি সভা আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার ১৪টি পদে পদোন্নতির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, ১ম শ্রেণির ১৬টি পদ সরাসরি নিয়োগের নিমিত্ত সুপারিশ গ্রহণের জন্য বিপিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ১ম শ্রেণীর সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি:) এর ১০টি, সহকারী পরিচালক (সাধারণ) এর ২টি,চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব এর ১টি, সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার এর ১টি শূন্য পদ এবং ২য় শ্রেণীর মোটরযান পরিদর্শক এর ২২টি ও সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তার ৪টি শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে পিএসসি'র সুপারিশ প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ২২টি শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্ত ২৪.০৬.২০২২, ০১.০৭.২০২২ ও ২২.০৭.২০২২ তারিখে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের পর্যায়ে রয়েছে।		
	সওজ অধিদপ্তর: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১টি পদের মধ্যে ৪৭৪৮টি শূন্য পদ রয়েছে। ১ম শ্রেণির ১৮৩টি শূন্য পদের মধ্যে ৪১তম, ৪৩তম ও ৪৪তম বিসিএস এর মাধ্যমে মোট ৬২জন ৯ম গ্রেডভুক্ত সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক) হতে সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) পদে ৪ জনের পদোন্নতির প্রস্তাব বিপিএসসিতে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন। ২য় শ্রেণির ২৬২টি পদের মধ্যে পিএসসি'র মাধ্যমে সুপারিশপ্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এর ৮১টি পদে প্রার্থী নিয়োগের কার্যক্রম চলমান। ১১টি পদ পূরণের জন্য পিএসসি-তে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। রীট মামলা থাকায় পদোন্নতি কোটায় কিছু সংখ্যক পদ শূন্য রয়েছে। ৩য় শ্রেণির ২৭৯৪টি পদের মধ্যে কার্যসহকারী এর ১৭৪টি পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান। ৩য় শ্রেণীভূক্ত অন্যান্য পদসমূহে রীট মামলা থাকায় নিয়োগ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ৪র্থ শ্রেণির ১৫০৯টি পদের মধ্যে অফিস সহায়ক এর ৬৬টি পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান। এছাড়া, অন্যান্য পদসমূহে রীট মামলা থাকায় নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।	(১) শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (২) অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
	ঠ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সওজ এর ২টি নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট), জানান, থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২২ এর খসড়ার ওপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে প্রস্তুতকৃত খসড়ার ওপর ১৩.০৩.২০২২ তারিখ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হচ্ছে। নীতিমালাটি খসড়া দ্রুত চূড়ান্ত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২২ এর খসড়া চূড়ান্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ২: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা) জানান, কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি বিষয়ক পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২৮.০৬.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।	ডিপিপি অনুমোদন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

ক্র	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নির্দেশনা ৩: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান- ক. চট্টগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি প্রস্তুতের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। উক্ত মহাসড়কটি ৪-লেনে উন্নীত করা একান্ত প্রয়োজন। দাতা সংস্থা অর্থায়ন না করলে জিওবি অর্থায়নের ৪-লেনে উন্নীত করার কাজ শুরু করতে হবে মর্মে সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে অবহিত করেন। খ. ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজ ১২টি প্যাকেজের মাধ্যমে করা হবে। ১২টি প্যাকেজের টেন্ডার কার্যক্রম চলমান আছে। ২টি প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ৪ টি প্যাকেজের টেন্ডার ডকুমেন্ট সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। দ্রুত পার্চেজ কমিটিতে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	ক. চট্টগ্রাম - কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রস্তুত করতে হবে। দাতা সংস্থা অর্থায়ন না করলে জিওবি অর্থায়নে করতে হবে। খ. ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের ৪ টি প্যাকেজের টেন্ডার ডকুমেন্ট অনুমোদনের জন্য সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বরাবর প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা)
	নির্দেশনা ৪: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত অ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল ব্রিজে অ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহারের সকল গেট সব সময় খোলা রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং ETC ব্যবহারের সুফলের বিষয়টি মোবাইল sms'র মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে।	অ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) ব্যবহারের সকল গেট সবসময় খোলা রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং ETC ব্যবহারের সুফলের বিষয়টি মোবাইল sms'র মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিতকরণ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা ৫:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১.০৭.২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ৩০ জুলাই ২০২২ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৬টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছে। নীতিমালা অনুসরণ করে রাইডশেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য ৩০ জুলাই'২২ তারিখ পর্যন্ত ১৫টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট মোট ২৮,৯৯৫(আটাশ হাজার নয়শত পঁচানব্বই)টি রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।	নীতিমালা অনুসরণ করে রাইড শেয়ারিং সার্ভিস পরিচালনা এবং এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ৬: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন বিধি প্রণয়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে ক্রম ৬(ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই পুনরায় আলোচনার প্রয়োজন নেই।	ক্রম ৬ (ক)-তে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/এস্টেট) /চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ উপসচিব (আইন)
	ডিটিসিএ **নির্দেশনা ৭:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার জন্য কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধন পূর্বক বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BUTA) আইন, ২০২২ এর ওপর সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাকে লিখিত মতামত ২০/০৭/২০২২ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য ০৪/০৭/২০২২ তারিখের পত্রে অনুরোধ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে ৫টি সংস্থা যথা:- DMTCL, সেতু কর্তৃপক্ষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বিআরটিসি মতামত দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, নির্দেশনা ৭ অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রীদ্বয়কে ডিটিসিএ পরিচালনা পরিষদের সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে দাওয়াত প্রদান এবং নতুন BUTA আইনে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	বাংলাদেশ নগর পরিবহন কর্তৃপক্ষ সমন্বয় আইন, ২০২২ দ্রুত প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে এবং আগামী বোর্ড সভায় মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বিবিধ নির্দেশনা: **সওজ অধিদপ্তর** (ক) সড়ক-মহাসড়কের স্থায়িত্ব রক্ষায় যানবাহনের ওজনসীমা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ২৮টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের চলমান কাজ এগিয়ে নিতে হবে। (খ) চলমান প্রকল্পগুলোর কাজ দ্রুত শেষ করা। (গ) সড়ক নির্মাণ কাজের গুণগত মানের সুরক্ষা এবং সরকারি অর্থের সর্বোর্চ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। (ঘ) কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভের শুরুতে ০২ কিলোমিটার মিসিং লিংক নির্মাণের উদ্যোগ নিতে হবে। মেরিন ড্রাইভ সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে নিতে হবে। (ঙ) বান্দরবানের এবং রাঙ্গামাটি-চিম্বুক সড়কের বেইলি সেতু কনক্রিট সেতুতে রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। (চ) কালনা সেতু, ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু, বেকুটিয়া সেতু, এমআরটি রুট-৬ এর কাজ শেষ প্রান্তে। কাজ শেষ করে উদ্বোধনের উদ্যোগ নিতে হবে। (ছ) ভিন্ন কোনো উৎস কিংবা প্রয়োজনে নিজস্ব অর্থায়নে হলেও খুলনার ঝপঝপিয়া সেতু নির্মাণ করতে হবে। (জ) খুলনা-মোংলা-যশোর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতি করা খুবই জরুরি। এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। (ঝ) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দুপাশে দুটি সার্ভিস লেন নির্মাণের উদ্যোগ জরুরি ভিত্তিতে নিতে হবে। ভবিষ্যতে প্রস্তাবিত এক্সপেসওয়ে এট-গ্রেডে হবে নাকি ইলিভেটেড হবে এ বিষয়ে ভেবিচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। (ঞ) ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দীর্ঘ হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের কাজ শুরু হতে বিলম্ব হয়। এজন্য মন্ত্রণালয় থেকে নজরদারি এবং সমন্বয় বাড়াতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** (ক) সড়ক-মহাসড়কের স্থায়িত্ব রক্ষায় যানবাহনের ওজনসীমা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২৮টি এক্সেল লোড কন্ট্রোল ষ্টেশন স্থাপনের কাজ যথাযথভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। (খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের চলমান প্রকল্পসমূহের কাজ গুনগতমান বজায় রেখে দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য মনিটরিং অব্যাহত আছে। (গ) সড়ক নির্মাণ কাজের গুণগত মানের সুরক্ষা এবং সরকারি অর্থের সর্বোর্চ্চ ব্যবহার নিশ্চিত কল্পে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সদা সচেষ্ট আছে। (ঘ) কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভের শুরুতে প্রায় ২ কিঃমিঃ মিসিং লিংক এর DPP প্রণয়ন কাজ চলমান আছে। টেকসই সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে কিছু নতুন Technology ব্যবহার করতে হবে বিধায় BUET কে অন্তর্ভূক্ত করে DPP প্রণয়ন করা হবে। (ঙ) বান্দরবান-রাঙ্গামাটি সড়কে মোট ২৭টি বেইলী ব্রীজ রয়েছে। গত অর্থবছরে PMP Bridge Culvert কর্মসূচীর আওতায় ১১টির কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ৫টি বেইলী ব্রীজ এর কাজ চলমান এবং ৬টি এর Evaluation প্রক্রিয়াধীন। চলতি অর্থবছরে আরও ১০টি বেইলী ব্রীজ PMP Bridge Culvert কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ সড়কের অবশিষ্ট ৬টি বেইলী ব্রীজসহ চট্টগ্রাম জোনের অন্যান্য সড়কের মোট ৯৫টি বেইলী ব্রীজ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং কর্তৃক Physibility Study সম্পন্ন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, (১) বান্দরবান-চিম্বুক-থানচি সড়ক এবং (২) Y-জংশন-রুমা সড়ক দু'টি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। উক্ত সড়কসমূহেও ৬৩টি বেইলী ব্রীজ রয়েছে। (চ) নির্মিত কালনা সেতু, ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু, বেকুটিয়া সেতু সার্বিক অবস্থা জানতে ইতোমধ্যেই সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেছেন। সেপ্টেম্বর ২০২২ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেতুসমূহ উদ্বোধন করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। (ছ) খুলনার ঝপঝপিয়া সেতু নির্মাণের জন্য একটি DPP প্রণয়ন করা হয়। উক্ত DPP-টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। যা বর্তমানে ERD তে প্রক্রিয়াধীন আছে। (জ) খুলনা-মোংলা-যশোর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে ডিপিইসি সভা হয়েছে। নির্দেশনা মোতাবেক DPP রিকাস্ট করা হচ্ছে। (ঝ) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কটি ৬ লেনে উন্নীতকরণসহ দু'দিকে সার্ভিস লেন নির্মাণের লক্ষ্যে Detailed Design প্রণয়নের পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান আছে। ২৫ সালের ADB Pipe Line প্রকল্পের তালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত আছে।	ক-ঝ এর প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ক্র	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ঞ) ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া বিলম্ব ও দীর্ঘ হওয়া রোধকল্পে উন্নয়ন প্রকল্প ও পিএমপি কাজ পরিদর্শনের জন্য এ বিভাগে গঠিত মনিটরিং টিম প্রধানগণ এবং মনিটরিং টীমের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণকে আওতাভুক্ত সড়ক বিভাগসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, জেলা প্রশাসকদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঞ) এ বিভাগে গঠিত মনিটরিং টিম প্রধানগণ এবং মনিটরিং টীমের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণকে আওতাভুক্ত সড়ক বিভাগসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, জেলা প্রশাসকদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	মনিটরিং টীম প্রধান (সকল) ও মনিটরিং টীমের কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিবগণ
	বিআরটিএ: **নির্দেশনা:** • ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান বিষয়ক জটিলতা নিরসন এবং এ কার্যক্রম জোরদার করা; • সড়কে নিরাপত্তা এবং পরিবহনে শৃঙ্খলা জোরদার করা। • হাইওয়ে পুলিশের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। ২২টি জাতীয় মহাসড়কে সিএনজি অটোরিক্সাসহ নন-মটরাইজড যানবাহন চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত করতে মনিটরিং জোরদার করা। • বিআরটিএ-র প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। সেখানে সেবা গ্রহীতাদের এখনও ভোগান্তি আছে। আছে সর্ষের মধ্যে ভূত। কিছু সেবা অনলাইনে পাচ্ছে জনগণ, অন্যান্য সেবাগুলোও অনলাইন বা প্রযুক্তি নির্ভর করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: (ক) • BRTA অফিসে গমন না করে সরাসরি Online system থেকে তাৎক্ষণিকভাবে আবেদনকারী কর্তৃক সিস্টেম জেনারেটেড লার্নার ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। • ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্ট বোর্ড (DCTB) এর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্ষেত্রবিশেষে সিলিং (পরীক্ষার্থীর নির্ধারিত সংখ্যা) বৃদ্ধিসহ নিয়মিত DCTB বোর্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। DCTB কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার ফলাফল পরীক্ষার দিন শেষে Online এ প্রকাশ করা হয়। যে কারণে পরের দিনই আবেদনকারীগণ কর্তৃক ড্রাইভিং লাইসেন্সের আবেদন দাখিল করা যায়। • ড্রাইভিং লাইসেন্স সিস্টেমে অ্যাপ্রুভ হওয়ার সাথে সাথেই গ্রাহকের মোবাইলে মেসেজ প্রেরণ করা হয়। ড্রাইভিং লাইসেন্স সার্কেলে রিসিভ হওয়ার সাথেই গ্রাহকের মোবাইলে মেসেজ পৌঁছে যায় ফলে গ্রাহকের ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ করতে কোনও সমস্যা হয় না। •দক্ষ ড্রাইভার তৈরী করার জন্য নিয়মিত ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল নিবন্ধন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত বিআরটিএ'র পক্ষ থেকে ১৪৭ টি ড্রাইভিং ট্রেনিং স্কুল নিবন্ধন করা হয়েছে। •ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর বোর্ড পরিচালনার মাধ্যমে ৭২৪ টি ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে এবং নিয়মিত বোর্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। • সরকার কর্তৃক "Skill for Employment and Investment Program" (SEIP) প্রকল্পের আওতায় ১ (এক) লক্ষ অভিজ্ঞ পেশাদার ড্রাইভার তৈরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চালকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করছে। (খ) মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক, থ্রি-হুইলার ইত্যাদি ধীরগতির অবৈধ বাহন চলাচল বন্ধের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হাইওয়ে পুলিশ, জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশসহ সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অবৈধ ছোট ছোট মোটরযান চলাচল বন্ধের লক্ষ্যে বিআরটিসি কর্তৃক স্বল্প দূরত্বের জন্য বাস, মিনিবাস ও ট্রাক সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এছাড়া, স্বল্প দূরত্বে বাস ও মিনিবাস চালু করার জন্য সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (গ) ২২টি জাতীয় মহাসড়কে নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক, থ্রি-হুইলার ইত্যাদি ধীরগতির অবৈধ বাহন চলাচল বন্ধ করা, মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধ হাট বাজার উচ্ছেদ করা, লাইসেন্সবিহীন চালক ও খেলাপী মোটরযানের বিরুদ্ধে পুলিশ বিভাগের অভিযান বৃদ্ধি করা এবং নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে জেলা ও উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা নিয়মিতভাবে আহবানপূর্বক সড়ক পরিবহন আইন লংঘনের কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, মহাসড়কে স্থাপিত ট্রাফিন সাইন, সিগন্যাল যাতে মোটরযান চালকের ভালোভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, সেজন্য রাস্তার পার্শ্বের গাছের ডাল-পালা অপসারণসহ অন্যান্য সমস্যাগুলো দূর করা, চলন্ত অবস্থায় চালকের মোবাইল ফোনে কথা বলা, হেড ফোনে গান শুনা ইত্যাদি বন্ধ করা। ওভার স্পিডে গাড়ি না চালানো, ঘন কুয়াশায় গাড়ির গতিসীমা	প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নির্ধারিত স্থান ছাড়া গাড়ি পার্কিং না করা ইত্যাদি বিষয়ে সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠন কর্তৃক মোটরযান চালকগণকে মোটিভেশন প্রদান, দূরপাল্লার যানবাহনে গাড়ি চালকের একটানা ০৫(পাঁচ) ঘন্টার বেশি গাড়ি না চালানো ইত্যাদি বিষয়ে সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠনসহ সংশ্লিষ্টদের পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। (ঘ) আইসিটি তথা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) গত ১৯৯৩ সাল থেকে মোটরযানের নিবন্ধন প্রদান এবং ১৯৯৮ সাল থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করে আসছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)-এর সকল সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্যে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল(বিএসপি) [www.bsp.brta.gov.bd] নামক একটি অনলাইন প্লাটফরম প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে বিএসপি'র নিবন্ধিত ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩.৬৭ লক্ষ। বর্তমানে বিএসপি'র মাধ্যমে (i) শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু (অপেশাদার/পেশাদার), (ii) রাইড শেয়ারিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের এনলিস্টমেন্ট সনদ ইস্যু ও নবায়ন, (iii) রাইড শেয়ারিং সেবা প্রদানকারী মোটরযানের এনলিস্টমেন্ট সদন ইস্যু ও নবায়ন, (iv) গ্রাহক কর্তৃক মোটরযান নিবন্ধনের আবেদন দাখিল, (v) মোটরযানের ফিটনেস সনদ নবায়নের নিমিত্তে এ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ, (vi) ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি পরীক্ষার ফলাফল জানা, (vii) নিবন্ধিত মোটরযানের জরিমানাসহ বিভিন্ন ফি জানা, (viii) ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ/রকেট ব্যবহার করে মোটরযান নিবন্ধন ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত সকল ফি অনলাইনে প্রদান করা এবং (ix) মোটরযান ও ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত ফি জমার ব্যাংকে শাখা/বুথের তালিকা জানা যায়। আরও উল্লেখ্য যে, পর্যায়ক্রমে বিআরটিএ'র অন্যান্য সেবা অনলাইনে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।		
	ডিটিসিএ: **নির্দেশনা:** ডিটিসিএ-র বাস রুট রেশনালাইজেশন কার্যক্রম যেভাবে হোক আমাদের সফল করতে হবে। পাইলটিং পর্যায়ে যেসব সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে তা সমাধান করে এ কার্যক্রমের পরিধি বাড়াতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ঢাকা মহানগরীতে গণপরিবহনে শৃঙ্খলা আনয়ন ও যানজট নিরসনে বাস রুট রেশনালাইজেশন ও কোম্পানির মাধ্যমে বাস পরিচালনা পদ্ধতি প্রবর্তন এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৬.১২.২০২১ তারিখে ২১ নং রুটের ঘাটারচর-মোহাম্মদপুর-জিগাতলা-প্রেসক্লাব-মতিঝিল-যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর নমুনা যাত্রাপথে "ঢাকা নগর পরিবহন" শীর্ষক বাস সেবা পরিচালনা শুরু করা হয়েছে। উক্ত সেবায় প্রাথমিকভাবে বিআরটিসির ৩০টি দ্বিতল বাস, ট্রান্স সিলভা পরিবহনের ২০টি বাসসহ মোট ৫০টি বাস চলাচল করছে। বাস রুট রেশনালাইজেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ৯টি ক্লাস্টার, ২২টি কোম্পানি ও ৪২টি রুটের প্রস্তাবনা দেয়া হয়েছে। ৯টি ক্লাস্টারের মাঝে গ্রিন ক্লাস্টারে বিদ্যমান মোট ৫৪টি রুটকে সমন্বয় করে ৮টি রুটে পরিণত করা হয়েছে যাদের রুট নং ২১ হতে ২৮। এর মাঝে ২১ নং রুটটি বর্তমানে পাইলট রুট হিসেবে উদ্বোধন করা হয়। আগামী ০১.০৯.২০২২ এ মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরো তিনটি (২২, ২৩ ও ২৬ নং) রুটের বাস চলাচল উদ্বোধন করা হবে। এক্ষেত্রে ২২ নং রুটে ৫০টি বাস, ২৩ নং রুটে ১০০টি বাস এবং ২৬ নং রুটে ৫০টি বাস চলবে। বর্তমানে বর্ণিত রুটে বাস স্টপ, যাত্রী ছাউনী, কাউন্টার নির্মাণসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	বাস রুট রেশনালাইজেশন বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)
	ডিএমটিসিএল: **নির্দেশনা:** মেট্রো রুট-৬ এর কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। যে সকল সমস্যা রয়েছে সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল জানান, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী এমআরটি লাইন-৬ এর কাজ চলমান আছে। তবে আগামী ডিসেম্বর ২০২২ সময়ে এমআরটি লাইন-৬ চালুর লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা দরকার। তন্মধ্যে (১) মেট্রোরেলের ভাড়া নির্ধারণ, (২) মেট্রোরেল চালানোর ১ম বছরের পরিচালন ব্যয়, (৩) এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠন (৪) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণায় হতে ভূমি হস্তান্তর এবং (৫) বিআরটিসি'র সাথে MoU স্বাক্ষর। এগুলোর মধ্যে ভাড়া নির্ধারণের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে, মেট্রোরেল চালানোর ১ম বছরের পরিচালন ব্যয় মেটানোর বিষয়টি অর্থ বিভাগে রয়েছে। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয় বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন। এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের বিষয়টি জননিরাপত্তা বিভাগ হয়ে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় পুন:উত্থাপনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ভূমি হস্তান্তরের বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা আহবানের লক্ষ্যে গত ২৫ জুলাই ২০২২ তারিখ পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত সভায় এসডিজির মুখ্য সমন্বয় মহোদয় উপস্থিত থাকবেন মর্মে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এসডিজির মুখ্য সমন্বয় মহোদয়ের কাছ থেকে সময় নিয়ে	(১) মুখ্য সমন্বয় (এসডিজি) মহোদয়ের কাছ থেকে সময় নিয়ে ভূমি হস্তান্তরের বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে সভা আহবান করতে হবে। (২) অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে সাক্ষাৎ এর উদ্দেশ্যে তাঁর কাছ থেকে সময় নিতে হবে। (৩) এমআরটি পুলিশ ফোর্স গঠনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	আগামী সপ্তাহের মধ্যে সভা আহবান এবং অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সময় নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্যেগ নেয়ার জন্য সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)কে পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, মন্ত্রণালয়ে	সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	
	ঢাকা বিআরটি: **নির্দেশনা:** বিআরটি প্রকল্পের ইতোমধ্যে দৃশ্যমান অগ্রগতি আছে তবুও এ প্রকল্পে সমন্বয় জোরদার করে নির্মানকালে জনভোগান্তি কমাতে হবে। প্রবল বৃষ্টিতে যেন পানিজমে ভোগান্তি সৃষ্টি না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** ঢাকা বিআরটি হতে জানানো হয়েছে, নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে বিআরটি করিডোরে যান চলাচল নির্বিঘ্ন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল রাখার নিমিত্ত গত ২৬.০৬.২০২২ তারিখে একটি সভা করা হয়েছে। নিয়মিতভাবে ড্রেনেজ পরিষ্কার করায় বর্ষার পানি অপসারণে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছেনা।	বিআরটি করিডোরে যান চলাচল নির্বিঘ্ন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা সচল রাখতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ঢাকা-বিআরটি)/প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা বিআরটি

০৩। আলোচ্যসূচিতে আর কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

(স্বাক্ষরিত)
১৪.০৮.২০২২
এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০৩.২০-৩৩৭

তারিখঃ ১৪ ভাদ্র ১৪২৯
২৯ আগস্ট ২০২২

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৮. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সহকারী সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

২৯/৮/2022

(নীলিমা আফরোজ)
উপসচিব
☏২২৩৩৮০৯৬৬
E-mail: dstraco@rthd.gov.bd